৫ঘঃ গ্যাট, বিশ্ববানিজ্য এবং ভবিষ্যত
আমেরিকা, চীন এবং ভারত

আলোচনাটা সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে। তাই বিশ্ববাণিজ্যের সূত্রে ভাবিষ্যতের সাম্রাজ্যবাদের চেহারাটা নিয়েই লিখব। বিশ্ববাণিজ্যর সমস্ত দিক নিয়ে আলোকপাত করা সম্ভব নয়। আপাতত যেটা বুঝেছি, এই নতুন সাম্রাজ্যবাদ আমেরিকার নয়- এ হবে বৃহৎ করপরেটগুলির সাম্রাজ্যবাদ। ভালোর দিকটা এই যে, সুস্থ পুঁজি তার নিজস্ব স্বার্থেই যুদ্ধ চাইবে না। চাইবে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাক। তাই তৃতীয়বিশ্বের শিক্ষার পেছনে টাকা আসবে। উইপ্রো, ইনফোসিস এবং মাইক্রোসফট বিশাল পরিমান টাকা ভারতের প্রাথমিক ($100M-2004) শিক্ষাখাতে ঢালছে। শিক্ষা এবং পরিকাঠামোর উন্নয়ন দেশের ক্রয় ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রাথমিক শর্ত।

খারাপের দিকটা হল আমেরিকার যুদ্ধাস্ত্র, বিমা এবং ঔষুধ কোম্পানী গুলির বিকৃত পুঁজি এবং দেশের সরকারকে পুতুল বানানোর চেস্টা। আমেরিকার চিকিৎসা বিমা কোম্পানীগুলির অনবদ্য রাজনৈতিক বাহুমর্দনে, আমাদের ট্যাক্সের ৬০% এবং আমেরিকাবাসীর আয়ের গড় ২৫% এদের পকেটে যাচ্ছে। ফল হচ্ছে এই যে, আমাদের ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে প্রায় ৪০% বাজেট ঘাটতি-স্কুলে শিক্ষক নেই। ছাত্রদের অভিভাবকরা ক্লাশ নিয়ে সামাল দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও খারাপ অবস্থা! ১৯৯১ সালে, এই ক্যালিফোর্নিয়াতে ব্যাচেলর ডিগ্রি করতে গড়ে প্রায় ১৫০০ ডলার ধার নিতে হত। আজ ২০০৪ সালে ৪২,০০০ ডলার ধার নিতে হয়। রাস্তা সারানোর পয়সা নেই। এই সেইদিন ক্যালিফোর্নিয়ার এক ছোট শহরের (নাম দিলাম না) জলবিভাগের এক কর্মী আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। আমেরিকার পরিবেশ সংস্থা (EPA) তাদের শহরের জল উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছে। বাজেটের অভাবে গত পাঁচ বছর নতুন যন্ত্রপাতি কেনা হয় নি! আমরা যেই বাজেটারী কোটেশন দিলাম, উনারা জানালেন টাকা নেই। বিজ্ঞান গবেষনায় সরকারী বাজেট ১২% হারে কমছে (যারা এদেশে পোস্টডক্ট করতে আসছেন, তাদের আশা দিতে পারছি না!)।

নিউ আর্লিন্সে কি কান্ডটা হল আপনারা টিভিতেই দেখলেন। এর পরেও যদি ৮০% মানুষ বুশকে সমর্থন করে এবং সেটাই যদি ভিন্নমত হয়, তাহলে ইরাণের মোল্লারাদের আর দোষ দিই কি করে! তাদেরও গনতন্ত্র আছে-যাকে আমরা বলি মোল্লাতন্ত্র! মুসলমানদের ধর্মীয় উন্মাদনাকে 'ভয়' হিসাবে কাজে লাগিয়ে, এদেশের গনতন্ত্র যীশুতন্ত্রে পরিণত হচ্ছে-যার আশুফল স্বরূপ আমেরিকা অচিরেই তৃতীয় বিশ্বের দেশে পরিণত হবে। সেটা যদি ভিন্নমত হয়, তাহলে সুস্থমতটা কি?

পৃথিবীতে একটিও কোন মুসলমান দেশের সামরিক শক্তি আছে? যাতে তারা

আমেরিকা, রাশিয়া, চীন বা ভারতের মোকাবিলা করতে পারে? তারপরেও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ দমন করা যাচ্ছে না! এটা ইয়ার্কি হচ্ছে? ভারত, চীন এবং রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীরা বারবার জানিয়েছেন, সন্ত্রাসদমনে আমেরিকার সদিচ্ছা নেই।

থাকবেই বা কি করে? পুরোটাইতো ব্যবসা। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ধাপ্পাবাজি ধসে পরার পড়, আমেরিকার শত্রু ছিল না এক দশক। ধুঁকছিল হালিবার্টন, বেচেল, জেনারেল ডাইনামিক্সের মতন যুদ্ধাস্ত্র কোম্পানীগুলি। ক্লিন্টনের আমলে সমৃদ্ধ হচ্ছিল আমেরিকা-কারন ট্যাক্সের একটা বড় টাকা গেছে গবেষনায়। এর পড়েও উদবৃত্ত বাজেট! আমেরিকায় বেকারীর হার সর্ব্বনিম্ন হয় ১৯৯৯ সালে। ক্লিনটনের শেষ বছরে।

কিন্তু তাতে কি? হিসাব করলে দেখা যাবে যে, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকে শত্রু বানাতে পারলে, এক ঢিলে দুই পাখি মারা সম্ভব। প্রথমত মহম্মদ নামক জুজুর ভয় দেখিয়ে আমেরিকান গনতন্ত্রকে যীশুতন্ত্র বানানো যাবে। এতেব সৌদি আরবের রাজতন্ত্র যে ইসলামিক দেশগুলিতে অজস্র মাদ্রাসা খুলল এবং তাতে মৌলবাদীদের চাষ করল, এটা দেখেও দেখল না আমেরিকা। ভারত ১৯৯০-২০০১ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত অভিযোগ জানিয়েছে এই পাকিস্থানী মাদ্রাসা নামধারী জেহাদী ফাকটরীগুলির বিরুদ্ধে। আমেরিকা শোনে নি। কিছুই তারা জানত না?

দ্বিতীয়ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অস্ত্র লাগবে তো! এতেব বেচেল হালিবার্টনের পেটও ভরল! যুদ্ধটা যদি সত্যিকারের ইসলামী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে হয়, তাহলে আজ ইরানে মোল্লাতন্ত্র থাকে না। সৌদি আরবেও রাজতন্ত্র থাকে না। পাকিস্থানের মাদ্রাসাগুলিতে তালা ঝোলার কথা। এসব নাকি করা যাবে না! মুসলমান ভাবাবেগে আঘাত লাগবে! ইরাকে মুসলমানদের মেরে ধরে শুইয়ে দেওয়া হল, আর বলা হচ্ছে মৃতদের ভাবাবেগে 'আঘাত' লাগবে! রাজনৈতিক ইসলাম এবং এর উৎসমুখে অবশ্যই আক্রমন করা উচিত ছিল। সেটা হবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ রাজনৈতিক ইসলাম আসলেই বুশের রক্ষাকবচ। বুশ আর যাই হোক কালিদাস নন! যে ডাল ধরে ঝুলছেন, সেই ডাল তিনি কাটবেন কি করে? এই যে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের রমরমা, এটা আমেরিকার কর্পোরেটাইজেশানের ফল। মুসলমানদের নির্বোধ গোঁড়ামিকে কাজে লাগিয়েছে কর্পরেট আমেরিকা। হিন্দুরা মুসলমানদের মতন ধর্মনির্বোধ হলে তাদেরও কাজে লাগানো যেত। বিশ্ববাণিজ্যের এটাই সবচেয়ে চিন্তার দিক।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড ওরগানাইজেশন (WTO)

জন্ম ১৯৯৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তৈরী হয় GATT বা General Agreement of Tarriffs and Trade । এর পরে ব্যবসা বেড়েছে ১৯৫০ সালের চোদ্দগুন। এতেব বাণিজ্য আরো বাড়াতে প্রায় শুল্কবিহীন বাণিজ্যের ধারণা শুরু

হয়। ১৯৮৪-১৯৯৪, প্রায় এক দশকের আলোচনার (উরুগুয়ে রাওন্ড) ফসল WTO। ১৯৯৭ সালে ফেব্রুয়ারীতে প্রথম ৬০ টি দেশ WTO সদস্য হয়। একই বছরের শেষে আরো চল্লিশটি দেশ যোগ দেয়। প্রথমে টেলিকম নিয়ে ঐক্যমত হয়। কৃষি এবং পেটেন্ট আইন নিয়ে ঐক্যমত শুরুর লক্ষ্যে ২০০০ সালে শুরু হয় Dhoha Develoment Agenda। এখানে এক্যমত হয় নি, এর পরে কনুনে ২০০৩ সালের সেপেটামবার মাসেও বিশেষ কিছু হয় নি। WTO এখনো শিশু। এরমধ্যে আদও কোন সাম্রাজ্যবাদ আছে কিনা সেটা নিয়েই এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

কৃষিঃ
দোহা-প্রস্তাবে রাখা হয়েছিল:

- বিশ্বের সমস্তদেশ, বিশেষত উন্নত দেশগুলি কৃষিজ পণ্যের উপর ভরতুকি কমিয়ে শূন্য করবে, যাতে কৃষিতে মুক্ত বাণিজ্য সম্ভব হয়।
- কৃষিবীজের ক্ষেত্রে TRIPS (Trade related aspect of intellectual property right) মানতে হবে।

ট্রীপ নিয়ে পরে আসছি, প্রথম প্রস্তাব দেখা যাক। ভারতে কৃষির উপর প্রচুর ভরতুকি থাকে। ব্রাজিলেও একই ব্যবস্থা। এই জন্যই ভারতে কৃষিজ পণ্যের দাম কম। গরীব-গুর্বোরা খেয়ে বর্তে বেঁচে আছে। শুধু কি তাই! এত ভর্তুকি দিয়েও ফসল তোলার সময় চাষী দাম পায় না। আত্মহত্যা করে। এটা তুলে দিলে আমেরিকান গমের ঢুকতে সুবিধা হয়! সঙ্গাত কারণেই ভারত এবং ব্রাজিল এটা মানে নি। তাদের ২০১৬ সাল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

আবার এটাও ভাবা দরকার, কৃষকদের আত্মহত্যার জন্য আমেরিকাকে দায়ী করা যায় কি না! আমাদের দেশে চাষবাস এখনো বিজ্ঞান সম্মত করা গেল না। যৌথখামার চালু না হওয়ায়, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি আসছে না। যথেস্ট কোলড স্টোরেজ নাই। ফলে উৎপাদিত পণ্যের খরচ বেশী হচ্ছে এবং তারপরেও কৃষক দাম পাচ্ছে না। এতেব দোষ আমাদেরই। যৌথ খামার চালু করে, দোহা প্রস্তাব আমাদের মেনে নেওয়া উচিত ২০১৬ সালে। এতে ভারতীয় কৃষিজ পণ্য আমেরিকা এবং ইউরোপের বাজারে পৌঁছে দেওয়া যাবে। চাষীদেরও অতিরিক্ত লাভ হবে।

পেটেন্ট আইন বা TRIPS (Trade related aspect of intellectual property right):
এমনিতে ব্যাপারটা খুব সহজ। আমেরিকায় নেওয়া পেটেন্ট ভারতকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। আবার ভারতের পেটেন্টও আমেরিকা মেনে নেবে।

ভাবছেন এতে কি এলো গেল?

এর জন্যে জানতে হবে, ভারতে কি ভাবে নতুন ওষুধ তৈরী হয়।

আমেরিকায় একটা ওষুধ তৈরীতে ১০ বছর লাগে। খরচ ৫০-৫০০ মিলিয়ান ডলার। প্রথমে দুবছর গবেষনাগারে ফর্মুলা তৈরী হয়। পরের দুবছর, কিভাবে তৈরী হবে সেটা ভাবা হয়। আরো ছয় বছর লাগে, প্রথমে ইঁদুর, পরে মানুষের উপর পরীক্ষা করে এর সার্থকতা প্রমান করতে। কোন সাইড এফেক্ট নাই সেটা প্রমান করতে।

আর ভারতে? প্রথমে আমেরিকায় ওষুধ বেড়োয়। সেটা হায়দ্রাবাদে রেড্ডীর ল্যাবের মতন গবেষনাগারে আসে। তারপরে রীভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং হয়। মানে ফর্মুলাটি চুরি করে বার করা হয় এবং এক-দুই বছরে ওষুধ তৈরী করে ফেলা হয়। খরচ? মেরে কেটে কয়েকশো হাজার ডলার! আমেরিকার পেটেন্ট আইন ভারতে চলবে না। এতেব!

এটা চৌর্যবৃত্তি। কিন্তু এর জন্যই ভারত বাংলাদেশে ওষুধের দাম খুব কম! রেড্ডীর ল্যাব তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেরই আর্শীবাদ স্বরূপ।

এই চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধের জন্যইট্রীপ। এতে তৃতীয় বিশ্বের গরীবদের কোন লাভ নেই। না আজ। না কাল।

গল্প কিন্তু এখানেই শেষ হয় নি। রেড্ডীর ল্যাব আমেরিকায় আসে ১৯৯৭ সালে। আজ আমেরিকাতে তাদের মুনাফা প্রায় এক বিলিয়ন ডলার-আমেরিকার সর্বাধিক দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ওষুধ কোম্পানী। রেড্ডীর গবেষনাগার কিন্তু ভারতে। অন্যান্য ওষুধ কোম্পানী দেখল, এতো সস্তায় ভারতে গবেষনা হলে, রেড্ডীর সাথে পাল্লা দেওয়া যাবে না। এতেব সফটওয়ারের মত, ওষুধ কোম্পানী গুলিও ভারত চল রব তুলেছে। গত তিন বছরে প্রায় সব কটি বৃহত্তম ওষুধ কোম্পানী ভারতে গবেষনাগার খুলেছে। ভারতে আগে কেমেস্ট্রিতে পি এচ ডি করে ভালো চাকরী পাওয়া যেত না। আজকাল তারাই মাস গেলে গড়ে এক লাখ থেকে দুই লাখ পাচ্ছে। এসবই বিশ্বায়নের ফল ! TRIPS ও এই কারণে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। ওষুধের আবিস্কারই যদি ভারত থেকে হয়, তাহলে আরট্রীপসে কি হবে?

কৃষিবীজের পেটেন্টেও এক সমস্যা। ভারতীয় বীজ আসলে আমেরিকান বীজের রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং। সেই জন্যই দাম কম। পেটেন্ট আইন চালু হলে সেটা থাকবে না।

গুডস ডাম্পিংঃ
চীনকে নিয়ে আমাদের সবার ভয়। চীনের উৎপাদিত দ্রব্য এত সস্তা, আমাদের

দেশীয় শিল্প মার খেয়ে যাবে। একে ডাম্পিং বলে। এই জন্যই WTO Anti-dumping law আছে। যাতে বলা হচ্ছে, নিজেদের দেশে যে দামে বেচা হয়, তার বেশী দামে রফতানী করতে বাধ্য, সমস্ত রফতানীকারক দেশ। এর পরেও যদি কোন দেশ ডাম্পিং এর ভয় পায়, সেটা সেই দেশের ব্যার্থতা।

ভবিষ্যতের ভারত, চিন এবং আমেরিকাঃ

মিঃ কুদ্দুস খান জানালেন ভারতের G D P মাত্র ৫০০ বিলিয়ান ডলার যা আমেরিকার ১০ ট্রিলিয়ান ডলার G DP র মাত্র ৫% মাত্র! এতেব ভাবার কি আছে?

ভারতে যে মাসে ১০০০ ডলার মাইনা পায়, তার জীবন যাত্রার মান এখানকার ওয়ালমার্টে কাজ করা যে কোন কর্মীর থেকে অনেক ভাল (ওয়ালমার্ট কর্মীদের গড় আয় ১৫০০ ডলার)। এই জন্য UN তুল্যমুল্যের **G D P** চালু করেছে। এর মান ৬:১। মানে আমেরিকায় মাসে ৬০০০ ডলার কামানো আর ভারতে ১০০০ ডলার উপায় করা একই ব্যাপার। আর এই তুল্যমানের GDP মানে, ভারতের জিডিপি আমেরিকার ৩০%। নতুন হিসাবে ভারতের মাথাপিছু আয় বাৎসরিক ৩০০০ ডলার। আমেরিকা ২০০ বছর হল স্বাধীন হয়েছে। ভারত হয়েছে মোটে ৫০ বছর। তাও মাত্র দশ বছর হল ব্যবসাক্ষেত্রে নেহেরুর সমাজবাদের রাহু থেকে মুক্ত হয়েছে! আমার মতে, এটা এচিভমেন্ট!

১৯৯৫ এবং ২০০৩ সালের বিচারে দেখা যাকঃ

ভারতঃ

	১৯৯৫	২০০৩
জিডিপি	~৩৭০ বিলিয়ান	৬০০ বিলিয়ান (+৫৭%)
তুল্যমানের জিডিপি		৩১০০ বিলিয়ান
আমদানী		৪০,০০০ মিলিয়ন ডলার
রফতানী		২৮,০০০ মিলিয়ান ডলার
জিডিপির বৃদ্ধি	৭%	৮%
পেটেন্ট	~১৫০০	৮০১০ (+৬৪%)
রফতানী বৃদ্ধি(১৯৯৫বেস)		+১৮০%

আমেরিকাঃ

	১৯৯৫	২০০৩
জিডিপি		১০,৮০০ বিলিয়ান (+২৩%)
তুল্যমানের জিডিপি		১০,৮০০বিলিয়ান
আমদানী		১৩০০,০০০ মিলিয়ন ডলার
রফতানী		৭২৪,০০০ মিলিয়ান ডলার
জিডিপির বৃদ্ধি	৩%	৩%
পেটেন্ট	~১৩০,০০০ (+৭%)	~১৪৬,১৩৬ (-৬%)
রফতানী বৃদ্ধি(১৯৯৫বেস)		৩১%

ধরুন আমেরিকা এবং ভারত নাসডাক লিস্টেড কোম্পানী। এই মূহুর্তে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি আমেরিকার 2.3 গুন। রফতানী বৃদ্ধি ছয় গুন। আবিস্কারে আমেরিকার বৃদ্ধি ৬% হারে কমছে, ভারত বাড়ছে প্রায় ৫০% হারে।

আপনি কার স্টক কিনবেন মিঃ খান? আপনার সিদ্ধান্ততো জিডিপি এবং রফতানীর বৃদ্ধির উপর নির্ভর করবে, জি ডি পির চরম মানের উপর নয়। তাই নয় কি?

গবেষকরা বলছেন ২০৫০ সালের মধ্যে চীনের জিডিপি পৃথিবীর বৃহত্তম হবে, আমেরিকার দ্বিতীয়, ভারত তৃতীয়। বুশের মতন জননায়ক আরো দুটি এলে এবং আমেরিকার গনতন্ত্র যীশুতন্ত্রে পরিণত হলে, আমার মনে হচ্ছে, সেটা ২০২০ সালেই সম্ভব হবে।

[চলবে]